25

দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR 21 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সংবাদ

ঢাকা : রোববার ৭ই চৈত্র ১৪০৫,

জনপ্রশাসন সংস্কারের প্রস্তাব

সম্প্রতি জনপ্রশাসন সংস্কার নিয়ে ঢাকায় তিনদিনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ (বিইউপি) ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে। এতে সরকারের মন্ত্রী, সচিব, সাবেক মন্ত্রী, প্রাক্তন আমলা, সাংবাদিক, গবেষক ছাড়াও কয়েকজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ মূল্যবান মতামত রেখেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও প্রশাসনিক সংস্কারে তার সরকারের আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছেন।

সেমিনারে গৃহীত সুপারিশমালায় সরকারের আকার ছোট, স্থানীয় সরকারকে জোরদার এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়। এতে ১৩ লাখ সরকারি পদের মধ্যে অন্তত ১ লাখ পদ বিলুপ্ত করার পাশাপাশি নাগরিক সুবিধার জন্য সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট ১৯২১ বাতিল, হিসাবরক্ষক ও নিরীক্ষকের কাজ মনিটরিংয়ের জন্য আইন প্রণয়ন, হিসাব রক্ষণ বিভাগ থেকে নিরীক্ষণ বিভাগ আলাদা করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উৎকোচ গ্রহণসহ সকল প্রকার দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারি কর্মকান্ডের উপর সংসদীয় খবরদারি বাড়ানো এবং সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়ানোর কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

সেমিনারে সুপারিশকৃত এসব প্রস্তাব রাতারাতি বাস্তবায়ন করা যাবে না, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এই মুহূর্তে যে কাজগুলো জরুরিভিত্তিতে করা প্রয়োজন সেগুলো হলো প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আকার ছোট করে স্থানীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতাবান করা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর স্থানীয় সরকার কাঠামো জোরদার করার উদ্যোগ নেন। এলক্ষ্যে তারা চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নিয়েছেন। এই স্তরগুলো হচ্ছে যথাক্রমে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। ইতোমধ্যে সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন শেষ করেছেন। উপজেলা ও সিটি করপোরেশনগুলোতে অবিলম্বে নির্বাচন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্থানীয় সরকারে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন হলো স্থানীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতাবান করা। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশকিছু দপ্তর/বিভাগ স্থানীয় সরকারে স্থানান্তর করা যেতে পারে এবং তাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বও হ্রাস করতে হবে।

এর পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজকর্মে যাতে ন্যূনতম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই জবাবদিহিতা ব্যক্তির কাছে নয়, আইন ও নীতির কাছে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন, রাজনীতিকরা তাদের কাজকর্মের জন্য জনগণের কাছে কিছুটা হলেও জবাবদিহি করে থাকেন; অন্তত ভোটের সময় জনগণের কাছে তাদের কাজের হিসাব দিতে হয়। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের সেই জবাবদিহিতার বালাই নেই; যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তাদের খুশি করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সরকারের সদিচ্ছা ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা আমলাতন্ত্রের যূপকাষ্ঠেই চাপা পড়ে থাকে।

স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে বহু কথা হয়েছে। বহু কমিটি-কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সংস্কারের ক্ষেত্রে খুব একটা অগ্রসর হওয়া যায়নি। ফলে আজ বর্তমান কমিশনের উপর গুরুদায়িত্ব এসে চেপেছে। সে দায়িত্ব পালনে তারা যে অক্ষম নন তার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে কমিশন কিছু কিছু রিপোর্ট তৈরি ছাড়াও গণপ্রশাসনের উপযোগী বেশকিছু প্রস্তাব নিয়েছেন। এই প্রস্তাবগুলো রাতারাতি বাস্তবায়ন করা যাবে না। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে যেটি না করলেই নয় সেটি করার ব্যবস্থা নিন। শুধু কথায় নয়, কাজ করে প্রমাণ করুন। আমরা মনে করি একটি কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক প্রত্যয় ও অঙ্গীকার প্রয়োজন তা এ সরকারের আছে।

সম্পাদকীয়